গাংনীতে সাংবাদিকদের ওপর হামলা: মূল দুই অভিযুক্ত শিক্ষক আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে দায়িত্ব পালনকালে দুই সাংবাদিককে মারধর, আটকে রাখা এবং সংবাদ সংগ্রাহর সরঞ্জাম ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগের মামলায় মূল দুই অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (৩০ আগস্ট) দুপুরে মেহেরপুর শহরের কোর্ট রোডের নিমতলা এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। গাংনী থানা পুলিশ ও মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি যৌথ দল অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকরা হলেন কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক মনিরুজ্জামান বিপ্লব ও রফিকুজ্জামান বাবর আলী। তারা এ মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

এর আগে শনিবার (২৯ আগস্ট) তেঁতুলবাড়িয়া এলাকা থেকে খায়রুজ্জামান ওরফে আকামত নামে মামলার এক অজ্ঞাতনামা আসামিকে আটক করে পুলিশ। এ নিয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজনকে আটক করা হলো।

মামলার এজাহার ও সাংবাদিকদের অভিযোগ অনুযায়ী, শুক্রবার (২৮ আগস্ট) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার্থীদের বই খুলে পরীক্ষা দেওয়ার দৃশ্য ধারণ করতে যান নাগরিক টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রাব্বি ও দৈনিক খবরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি তারিক।

এ সময় তাদের ওপর হামলা ও মারধরের অভিযোগ ওঠে। পরে তাদের দুটি মোবাইল ফোন ও নাগরিক টেলিভিশনের বুম মাইক্রোফোন ছিনিয়ে নিয়ে একটি কক্ষে আটকে রাখার অভিযোগ করা হয়।

হামলায় আহত দুই সাংবাদিককে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তারা গাংনী থানায় গিয়ে মামলা করেন।

এ ঘটনায় দুই শিক্ষকসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৮-১০ জনের বিরুদ্ধে গাংনী

থানায় মামলা হয়। মামলার নম্বর ৪৬/২৬। এতে দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩৭৯, ১১৪ ও ৫০৬ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলার পর থেকেই জড়িতদের শনাক্ত ও আটকে অভিযান শুরু করে পুলিশ। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথমে মামলার অজ্ঞাতনামা এক আসামিকে এবং পরে মূল দুই অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করা হলো।

গাংনী থানা পুলিশ জানিয়েছে, মামলার বাকি আসামিদের শনাক্ত ও আটকের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তদন্তে ঘটনার সঙ্গে কার কী ধরনের সম্পৃক্ততা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় মেহেরপুরের সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে আইনের আওতায় এনে সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

গাংনীতে বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে শ্রমীকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে বসতবাড়ির ছাদে থাকা পানির ট্যাংকি পরিষ্কারের সময় ছাদ থেকে পড়ে মিলন (২৮) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে গাংনী উপজেলার বামন্দী দাশ পাড়ার মামুন এর বসতবাড়ির দ্বিতীয় তলার ছাদ থেকে পড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহতাবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দী একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নেয়া হয়। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

নিহত মিলন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের নওদা মটমুড়া গ্রামের সচিনের পুত্র।

প্রত্যক্ষদর্শি শহিদুল জানান,আজ দুপুরের দিকে বামন্দী দাশপাড়ার মামুনের বাড়ির দ্বিতীয়তলায় পানির ট্যাংকি পরিষ্কাকারের জন্য মিলন ছাদে উঠে। আমরা তখন বাড়ির মধ্যে অবস্থান করি। এমন সময় আমার বাড়ির টিনের উপর বিকট শব্দে কি যেনো পড়ে। বাহিরে এসে দেখি মিলন মাটিতে পড়ে আছে। তখন স্থানীয়দের সহযোগিতাই আহত মিলনকে চিকিৎসার জন্য বামন্দীর একটি ক্লিনিকে নিয়ে যায়।

সেখান থেকে কুষ্টিয়ায় নেয়ার পথে মিলনের মৃত্যু হয়।

নওদা মটমুড়া সমাজ প্রধান আবু বক্কার বলেন,মিলন বাবা-মা হিন্দু ধর্ম অবলম্বি হলেও সম্প্রতি সময়ে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ছিলো।

তার মুসলিম নাম রাখা হয়েছিল মোঃ মোমিনুর রহমান। তাই পরিবারের কোন আপত্তি না থাকলে তার জানাজার নামাজ শেষে সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ভবানিপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ পুলিশ উপপরিদর্শক আব্দুল করিম জানান,বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে এক শ্রমীকের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি। আমরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি।

বই দেখে লেখায় বহিষ্কার ৪, দুই শিক্ষককে অব্যাহতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষায় বই দেখে লেখার ঘটনায় চার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

একই সঙ্গে দুই শিক্ষককে পরীক্ষা-সংক্রান্ত সব কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।

শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের বই দেখে পরীক্ষা দিতে দেখা যায়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আসে ঘটনাটি।

এদিকে, পরীক্ষার হলে বই দেখে পরীক্ষা দেওয়ার ঘটনার ভিডিও ধারণ করতে গিয়ে দুই সাংবাদিক হামলা ও মারধরের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

হামলার শিকার সাংবাদিকদের একজন বাংলাদেশ বেতার ও নাগরিক টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রাব্বি আহমেদ। তিনি এ ঘটনায় শুক্রবার গাংনী থানায় মামলা করেছেন।

মামলায় রফিকুজ্জামান ও মনিরুজ্জামান বিপ্লবসহ অজ্ঞাতপরিচয় আরও ১০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

গাংনীর কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, ভিডিও করতে গিয়ে দুই সাংবাদিককে মারধরের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা চলাকালে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা, মারধর ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পরীক্ষার্থীদের বই দেখে পরীক্ষা দেওয়ার দৃশ্য ভিডিও করতে গিয়ে হামলার শিকার হন নাগরিক টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রাব্বি এবং দৈনিক খবরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি তারিক। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে বাংলাদেশ উন্মুক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ইংরেজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক রাব্বি জানান, ৫০০ টাকার বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের বই দেখে পরীক্ষা লেখার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে তারা পরীক্ষা কেন্দ্রে যান। সেখানে গিয়ে তারা পরীক্ষার্থীদের বই খুলে পরীক্ষা দিতে দেখতে পান। বিষয়টি ভিডিও ধারণ করতে গেলে কলেজের শিক্ষক মনিরুজ্জামান বিপ্লবসহ দুই শিক্ষক তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে হামলা চালান বলে অভিযোগ করেন তিনি।

দৈনিক খবরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি তারিক বলেন, “আমরা পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখতে পাই, সকল পরীক্ষার্থী বই দেখে নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুই শিক্ষক আমাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে তারা আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। এ সময় আমাদের ধারণ করা দুটি মোবাইল ফোন এবং নাগরিক টেলিভিশনের বুম মাইক্রোফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে আমাদের একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়। সেখান থেকে কৌশলে বের হয়ে এসে আমরা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছি।”

হামলায় আহত রাব্বি ও তারিককে গাংনী হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তারা ঘটনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিতে গাংনী থানায় উপস্থিত হন।

এদিকে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে মেহেরপুরের সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। জেলার সাংবাদিকরা ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনে বাধা, হামলা, আটকে রাখা এবং তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ও সরঞ্জাম ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “ঘটনাটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে থানায় এসে অভিযোগ করা হলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। কারা হামলার সঙ্গে জড়িত, কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে এবং সাংবাদিকদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও অন্যান্য সরঞ্জাম নেওয়া হয়েছে কি না, সবকিছুই খতিয়ে দেখা হবে।”

তিনি আরও বলেন, “তদন্তে যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে আইন

অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হবে।”

অভিযোগের বিষয়ে কলেজের শিক্ষক মনিরুজ্জামান বিপ্লবসহ সংশ্লিষ্ট অন্য শিক্ষকদের বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। তাদের বক্তব্য পাওয়া গেলে প্রতিবেদনে তা যুক্ত করা হবে।

গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজে ‘ক্যারিয়ার অ্যান্ড সাকসেস’ বিষয়ে মতবিনিময় সভা

গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ার দিকনির্দেশনামূলক অনুষ্ঠান ‘ক্যারিয়ার অ্যান্ড সাকসেস’ বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে কলেজের হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন সভার শুরুতে উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, “তোমরা এসএসসি পাস করেছ। কিন্তু কোথায় ভর্তি হলে তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে, সে সম্পর্কে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। তোমরা অনেকেই কাঙ্ক্ষিত জিপিএ পাওনি। তাই বলে তোমাদের জীবন থেমে থাকবে না। কাঙ্ক্ষিত জিপিএ না পাওয়ার কারণে তোমরা কষ্ট পেয়ো না। এই না পাওয়ার যন্ত্রণাকে শক্তিতে পরিণত করে তোমাদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্যই আমাদের এই আয়োজন।”

তিনি আরও বলেন, “জীবন গড়ার জন্য জিপিএ একমাত্র মাপকাঠি নয়। জীবনে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। ক্যারিয়ার গড়ার জন্য পূর্বের হতাশা বা ব্যর্থতাকে পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সামনে তোমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়কে কাজে লাগাতে হবে।”

তিনি বলেন, অনেক শিক্ষার্থী এসএসসি পাস করার পর অর্জিত জিপিএ অনুযায়ী কোথায় ভর্তি হলে এইচএসসিতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারবে, সে বিষয়ে ধারণা পায় না। এ কারণে ‘ক্যারিয়ার অ্যান্ড সাকসেস’ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন বলেন, “এইচএসসি বিএমটি কোর্সটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী। এ কারণে আমাদের প্রতিষ্ঠানের দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ব্যবস্থা করেছি। বিএমটি কোর্সের সিস্টেম এবং বেশ কিছু বিষয়ে ব্যবহারিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণে নম্বর থাকায় এখানে ভালো জিপিএ অর্জন করা সম্ভব। যা পরবর্তীতে অনার্সে ভর্তির ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।”

তিনি আরও বলেন, “আমাদের অনেক শিক্ষার্থী এসএসসি পাস করার পর বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী বিষয়ে ভর্তি না হওয়ায় একপর্যায়ে তাদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। সেজন্য তোমাদের বলছি, তোমরা বিএমটি কোর্সে ভর্তি হয়ে কাঙ্ক্ষিত জিপিএ অর্জনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার সুযোগ তৈরি করো।”

তিনি জানান, এখানে ট্রেডভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় শিক্ষকদের কাছ থেকে সরাসরি বিভিন্ন বিষয়ে জানার সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠদান করতে পারেন।

তিনি বলেন, “বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে বাস্তবমুখী ও উপার্জনক্ষম বিষয়ে লেখাপড়ার বিকল্প নেই। তাই আমরা তোমাদের কাছে আবেদন রাখতে চাই—তোমরা কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করো এবং বিএমটি কোর্সে ভর্তির মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে দেশের উন্নতি ও অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণের সুযোগ নাও—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।”

এ সময় ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফিদা হাসান, মানবসম্পদ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কামরুজ্জামান, কম্পিউটার অপারেশন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ওয়াহেদ বিন হোসেন মিন্টু, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রবিউল ইসলাম, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মহিববুর রহমান, প্রভাষক আকিবুল

হোসেন, প্রভাষক মাসুদুর রহমান, বকুলুজ্জামান লিটন ও প্রভাষক জেসমিন আজাদসহ বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে অভিযান চালিয়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এ সময় প্রায় ৬০০ বোতল নিষিদ্ধ কেওড়া জল ও লক্ষাধিক টাকার ফিজিশিয়ান স্যাম্পল জব্দ করা হয়েছে।

সোমবার (২৪ আগস্ট) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত গাংনী বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

অভিযানকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সনদ ছাড়া এবং নিষিদ্ধ কেওড়া জল ব্যবহার করে খাদ্যসামগ্রী তৈরির কারণে মো. জসিম হাওলাদারের নান্না বিরিয়ানী হাউসকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) ছাড়া ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ওষুধ বিক্রি ও সংরক্ষণের কারণে মো. সোহাগ আলীর মেসার্স সোহাগ মেডিসিন কর্ণারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৭০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সঙ্গে প্রায় ৬০০ বোতল নিষিদ্ধ কেওড়া জল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়। এ ছাড়া প্রায় লক্ষাধিক টাকার ফিজিশিয়ান স্যাম্পল জব্দ করে দাতব্য চিকিৎসা কার্যক্রমের জন্য মেহেরপুরের সিভিল সার্জনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. রিয়াজ মাহমুদ, গাংনী স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. মসিউর রহমান, মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি দল এবং

র্যাব-১২-এর একটি দল।

গাংনীর সাহারবাটী ইউপিতে প্রশাসক বাতিলের দাবিতে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ

গাংনী উপজেলার ৭ নম্বর সাহারবাটী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারাকে অপসারণের প্রতিবাদে এবং নিয়োগকৃত প্রশাসক বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ইউনিয়নবাসী। রোববার বেলা ১১টার দিকে সাহারবাটী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

বিক্ষোভকারীরা বলেন, ৫ আগস্টের পর আসমা তারাকে সকল সদস্য মনোনীত করে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এরপর থেকে আসমা তারা সকল সদস্যকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন।

হঠাৎ করে কয়েকজন আওয়ামী লীগপন্থী ইউপি সদস্য অনৈতিক সুবিধা হাসিল করতে না পেরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর অনাস্থাপত্র দেন এবং প্রশাসক নিয়োগের আবেদন করেন। ইউএনও বিষয়টি ইউনিয়ন পরিষদের কাউকে না জানিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠান।

পরে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় স্বাক্ষরিত এক পত্রে গাংনী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মামুনুর রহমানকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পত্র পাঠানো হয়।

জেলা প্রশাসকের এমন সিদ্ধান্ত দ্রুত বাতিলের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভকারীরা বলেন, সাহারবাটী ইউনিয়ন পরিষদে কোনো প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া চলবে না। নিয়োগ বাতিল করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং সদস্যদের মনোনীত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারাকে বহাল রাখতে হবে।

বিক্ষোভ মিছিলে স্থানীয় যুবদলের নেতৃবৃন্দ, ইউপি সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, “বিষয়টি আমি অবগত। কী কারণে প্রশাসক বাতিলের দাবি জানানো হচ্ছে বা বিক্ষোভ হচ্ছে, তা নতুন ইউএনও যোগদান করলে তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।”

গাংনীর সাহারবাটি ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারাকে অব্যাহতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারার বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাকে সাময়িকভাবে পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন জেলা প্রশাসক।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন বিভিন্ন গ্রামের ভাতাভোগীদের কাছ থেকে ভাতার কার্ড করে দেওয়ার নামে ৫ হাজার টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দকৃত ওয়ান পার্সেন্টের টাকাসহ ইউনিয়ন পরিষদের সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা ভুয়া নামে লুটপাটের অভিযোগ তুলে ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যরা জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন।

লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শেষে তাকে সাময়িকভাবে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযোগ রয়েছে, সীমাহীন দুর্নীতির কারণেই তাকে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাকে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের সব ইউপি সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি

গঠন করা হয়েছিল।

তদন্তে আসমা তারার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে প্যানেল চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে গাংনী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে যৌক্তিক বালাইনাশক ব্যবহারে প্রশিক্ষণ

বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে মেহেরপুরের গাংনীতে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে উপজেলার ১০০ জন কীটনাশক ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে বালাইনাশকের সঠিক ও যৌক্তিক ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে কৃষকদের ধারণা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক সঞ্জীব কুমার গোস্বামী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়র রহমান ও সরকারি কমিশনার ভূমি নাবিদ হোসেন।

বক্তারা বলেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার না করে নির্ধারিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এতে উৎপাদন খরচ কমার পাশাপাশি কৃষকের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া কোদালকাটি গ্রামের কীটনাশক ব্যবসায়ী মাহবুবুর রহমান বলেন, এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কীটনাশকের ব্যবহার বিক্রয় ও আইন-কানুন সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা হয়েছে। তবে এই প্রশিক্ষণ আগে হলে অনেক কিছু জানা সম্ভবত।

হেমায়েতপুর গ্রামের কীটনাশক ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের প্রশিক্ষণ কীটনাশক ব্যবসায়ীদের যত্রতত্র কীটনাশক বিক্রি বন্ধ ও কৃষিতে কীটনাশক যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দিতে পারব।

[redacted]

[redacted]

আলীর সহযোগীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।’